“ফ্যাক্ট্স এন্ড ডক্যুমেন্টস”ঃ
কূটনৈতিক বীক্ষণে ফজলুল কাদের চৌধুরী।

॥ হারুন-উর-রশীদ ॥

আমাদের আলোচ্যমান বিষয়টি উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে স্মরণীয় যে, মিঃ ফারল্যান্ড সে সময়ে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি ঢাকায় স্থিত ছিলেন। তাই সমকালীন রাজনীতিকে কাছ থেকে অবলোকন করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তৎকালীন রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ-মতামত সঙ্গতকারণে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস এর খ্যাতিমান ডিপ্লোম্যাট রোয়েদাদ খান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আর্কাইভ থেকে সেই Farland’s Report সংগ্রহ করেন। তাঁর বইয়ের ৩১৪ পৃষ্ঠা থেকে ৩৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত Farland’s Report এর আলোকপাত আছে তথা যথাযথ উপস্থাপনা থেকেছে, এবং গত ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতি ও নেতাদের জানান [Information] দেয়া হয়েছে। ফজলুল কাদের চৌধুরীর রাজনীতি ও নেতৃত্ব সম্পর্কে আন্ত র্জাতিক বিশ্লেষণ ও বিবেচনার পরিসরে উপরোক্ত রিপোর্টখানির অপরিহার্যতা রয়েছে। এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বর্ণনা ঃ- Airgram/confidential A-02/Sub: Pakistan Muslim League - Second Coming? Date:- January 6, 1970. এটা “Department of state/Confidential Documents/ The American Papers” শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত।
মুসলিম লীগ ছিল ফজলুল কাদের চৌধুরীর প্রাণ প্রিয় সংগঠন। মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখেননি। তাই কোন কোন সময়ে পরিস্থিতির কারণে তিনি সাময়িকভাবে আল্‌গা হলেও কখনো মুসলিম লীগের বিরোধীতা করেননি। মুসলিম লীগের শিরা-উপশিরায় তিনি রক্ত সংযোজন করেছেন এবং সেই রক্তকে নিজের বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই রিপোর্টে দেখা যায়ঃ- Fazlul Quader Chowdhury was delegated the full powers and responsibilities of the President of the Pakistan Muslim League (PML) by former President in late December (ref air gram) ..... impressions of Fazlul Quader and salient points made during the meeting follow. বর্ণিত রিপোর্টে ফজলুল কাদের চৌধুরীর শারীরিক উচ্চতা এবং ওজন সম্পর্কেও তথ্যের সন্নিবেশন আছে। এ পর্যায়ে রির্পোটটির চরিত্র সম্পর্কেও আমরা আঁচ করতে পারি। বিদেশী পর্যবেক্ষণে আমরা সহসা-সচকিত হই। অন্য দেশের রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিষয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় ধারণা-বীক্ষণ বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। তাইতো Impressions of Fazlul Quader Chowdhury পর্যায়ে বর্ণিত থেকেছেঃ- A bull of a man standing over six feet and weighing over 200 pounds Fazlul Quader dominated the meeting by his presence, energy, exuberance, and overwhelming confidence that the PML would rise again. Typical of most Bengali politicians, Fazlul Quader is long winder. He heavily interlarded his statements with historical references. অর্থাৎ ছয় ফুট দীর্ঘ এবং দুইশ পাউন্ড ওজনের বিশাল দৈহিক অবয়বের অধিকারী ফজলুল কাদের চৌধুরী তার উচ্ছাস, প্রাণশক্তি এবং মুসলিম লীগের পুনরথ্থান এর ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা দিয়ে বৈঠকে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেন।

রাজনীতির সাথে ইতিহাসের একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাইতো ফজলুল কাদের চৌধুরী বক্তৃতা বিবৃতিতে ইতিহাসের সমর্থনকে কাছে আনতেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় রাজনীতি গতি লাভ করে। কিন্তু অনেকের সেটা মনে থাকে না বলে তাঁরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। ইতিহাসের নিজস্ব গতিতে মুসলিম লীগ সংগঠিত হয়েছিল।

উপরোক্ত দলিলের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছেঃ- Fazlul Quader was Speaker of the National Assembly from 1963-65 when he was ousted from that position and

expelled from the P.M.L, ostensibly for supporting his brother Fazlul Kabir Chowdhury in a by- election against the Government candidate. Fazlul Quader did not criticize Ayub or PML during his out years and re-entered the party in June 1969, unblemished by the brush which tarred Ayub and his close associates. **অর্থাৎ ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার থাকাকালীন তার বড় ভাই ফজলুল কবির চৌধুরীকে একটি উপনির্বাচনে সরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে সমর্থন দেওয়ার কারণে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কৃত হন।**

আয়ুব খানের সাথে এ পরিসরে তাঁর রাজনৈতিক দ্বন্ধের প্রেক্ষিতের সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতে তাঁর দু'হাত সমানেই চলেছে। এখানে আমরা নেতৃত্বের একজন সব্যসাচী নায়ককে পাই। Farland's Report এ আমরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর Political merit এর সার্বভৌমত্বকে পাই। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল eventful. রাজনীতির বাতাবরণে তাঁর মনোভূমিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকটিত থেকেছে।

এখানে আমরা ফজলুল কাদের চৌধুরী'র নেতৃত্বের নিরঙ্কুশ সফলতাকে পাই। এখানে বলতে হয়, সকলেই নেতা নয়, কেউ কেউ নেতা। লেখলেই যেমন লেখক হওয়া যায়না, তেমনি রাজনীতি করলেই রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। যদিও বা প্রশংসা কিংবা নিন্দা রাজনীতিবিদগণের কণ্ঠহার। দলিলটিতে আরো উল্লেখ আছে, "Fazlul Quader acknowledged that mistakes were made by President Ayub but maintained that Ayub did much good in economic development and was revered by the peasants in the countryside for his rural development programs. He stated categorically that Ayub was permanently retired and removed from the political scene." অর্থাৎ ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বীকার করলেন যে আয়ুব অনেক ভুল করেছেন কিন্তু এব্যাপারেও মত প্রকাশ করলেন যে আয়ুব খান অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক কল্যাণকর পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তিনি দেশব্যাপী কৃষক সমাজের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন যে আয়ুব খান চিরদিনের জন্য রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছেন।
আয়ুব খানের ভানুমতির খেল ঝানু রাজনীতিবিদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর মূল্যায়নে ধরা পড়েছিল। তাই রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে আয়ুবখানের অপসারণ সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। রাজনীতিতে ওড়ে এসে জুড়ে বসাটা টেক্সই হয় না।
ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বের অনিবার্য্যতা সকল সময়ে ছিল। স্মরণীয়ঃ- সেই Comment টি, "Yahya's recent announcement about the retention of the basic democrats, without their electoral college function, could be a plus factor for the PML if what Fazlul Quader says is true." Report এ আরো একটি মন্তব্য আছে (Page 314):- "According to Fazlul Quader the PML is a centrist, moderate party dedicated to the intergrity, ideology and unity of Pakistan as an Islamic state..... (He clearly indicated communism and socialism, but Capitalism too will share the "ism" umbrella as an election issue). The PML would seek social justice for all, yet preserve man's fundamental rights. There would be a greater sharing of the wealth but according to the teaching of Islam, Fazlul Quader made it clear that the defence of Islam would be a major issue, for Pakistan is a "priest ridden country", more so in East Pakistan where each "Haji" is followed by thousands of Pakistanis."

এখানে স্মরণীয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব আছে। তবে ফজলুল কাদের চৌধুরী ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তির সন্নিহিতি সম্পর্কে সবিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একেলা চলো রে" নীতির কোন স্মারকতা রাজনীতিতে নেই। তবে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। উপরোক্ত বাক্যটিতে ফজলুল কাদের চৌধুরীর রাজনৈতিক মানস-বীক্ষন প্রতিফলিত থেকেছে। সাদা কথায় বলতে গেলে, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সারস্বত রূপ তথা রেখা চিত্র উদ্ভাসিত থেকেছে।

"Sheikh Mujib" শিরোনামে বলা হয়েছে, "Fazlul Quader stated that he was Mujibs "guru". Mujib was a "bundle of nerves" who "played to the galleries" with a negative program of carping about the past and lofty, unattainable promises for the future." এখানে চৌধুরী সাহেবের মুখে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু দাবী করার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সময়কালে ফজলুল কাদের চৌধুরী যখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ্লাতক/্লাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, তখন শেখ মুজিব ফরিদপুর জেলার খ্রিষ্টান মিশনারী ইস্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র এবং ফরিদপুর জেলার মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন এর তরুণ ছাত্র নেতা। পরে শেখ মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে ফজলুল কাদেরের ঘনিষ্ট সাহচর্যে আসেন। আরও স্মরণীয় যে, ফজলুল কাদের ১৯৪২ এ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়ায় গোয়ালন্দে গ্রেপ্তার হন। এর প্রতিবাদে ফরিদপুরে অবস্থানরত তৎকালীন মুসলিম ছাত্র সংগঠনের উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবর রহমান এর নেতৃত্বে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়।

Page 315 -এ Bhutto সম্পর্কে ফজলুল কাদের চৌধুরীর একটি মন্তব্য সন্নিবেশিত থেকেছেঃ Fazlul Quader characterized Bhutto as a man who began his career as an internationalist (Bhutto was the Foreign Minister), became a nationalist and is now a provincialist, a sindhi. Bhutto wanted the voting age lowered to 18 to get the vote of his student admirers. Fazlul Quader doubted that Bhutto could win in his own district. অর্থাৎ ফজলুল কাদের ভুট্টোকে এভাবে বিশেষায়িত করলেন যে, ভুট্টো একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও পরে একজন জাতীয়তাবাদী থেকে আঞ্চলিকতাবাদী বা সিন্ধিতে পরিণত হন। রাজনৈতিক মঞ্চের অন্যান্য নেতাদের সম্পর্কে ও তাঁর বিজ্ঞোচিত ধারনা ছিল। তিনি শুধু রাজনীতির জন্যে রাজনীতি করেন নি। তাঁর বিজ্ঞোচিত চিত্তপটেও তিনি Farland's report এর মতো report তৈরীতে শক্তিশালী রাজনৈতিক চরিত্ররূপে বিরাজ করেন।

আলোচ্যমান দলিলটির 315 page এ comment পর্যায়ে আমরা পাইঃ- The selection of Fazlul Quader Chowdhury to head the PML appears a wise one, because he is a Bengali, was not in the Ayub Camp at the end and is a forceful leader and personality....." অর্থাৎ মিঃ ফারল্যান্ড এর কূটনৈতিক বীক্ষণে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে পাকিস্তানের ক্রান্তিকালে মুসলিম লীগের কান্ডারী দায়িত্ব অর্পণ ছিল বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত কারণ তিনি ছিলেন বাঙ্গালী, শেষ সময়ে তিনি আয়ুবের ক্যাম্পে ছিলেন না। আর তিনি ছিলেন একজন প্রবল ব্যক্তিত্বশালী নেতা।

তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুবের তল্পীবাহক কখনো ছিলেন না। কোন কোন সময়ে হাত প্রসারিত করেছেন শুধুমাত্র আয়ুবের মানসিক পরিবর্তনের কৌশলে। তাঁকে হজম করার শক্তি ফিল্ড মার্শালের ছিলনা বললেও বাড়ায়ে বলা হয় না।

পুনশ্চঃ- শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ০৩/০৪/৫৪ ইং তারিখে একটি কবিতা রচনা করেন। উক্ত কবিতায় তিনি জনৈক সুহৃদকে আহবান জানিয়েছেন। সেই সুহৃদের গুণাবলীতে ফজলুল কাদের চৌধুরী অভিষিক্ত ছিলেন।

স্মরণীয়ঃ- Amid the storm and stress of freedom movement
With thy head erect didst thou stand
O friend of unforgettable achievement,
I salute thee and thy holy land."

"Time is now out of joint,
Rob, rise, rule are the three R's,
O friend thy initiative must point
A way out of prevailing curse."

ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন সেই আবাহনের অভিযাত্রিক, অগ্রপথিক।